ভারতের দলীয় ব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়

গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে দলীয় ব্যবস্থা অনুঘটকের কাজ করে। সেই কারণে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দলীয় ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন দেশের দলীয় ব্যবস্থার আলোচনা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ভারতবর্ষের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের কোনো উল্লেখ না থাকলেও রাজনৈতিক দল ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে দলব্যবস্থায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(১) বহুদলীয় ব্যবস্থা ঃ ভারতের দলীয় ব্যবস্থা একদলীয় নয়, দ্বি-দলীয় নয়। ভারতের দলীয় ব্যবস্থাকে বহুদলীয় ব্যবস্থারূপে চিহ্নিত করা যায়। কারণ ভারতবর্ষে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সংঘটিত হয় ১৯৫২ সালে। ওই নির্বাচনে জাতীয় দলের সংখ্যা ছিল ১৪টি আর রাজ্যস্তরে স্বীকৃত দল ছিল ৫২টি। ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় দলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭টি আর রাজ্যস্তরে স্বীকৃত দলের সংখ্যা ৪০টি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর জাতীয় দলের সংখ্যা ৬টি, রাজ্য দল ৪৯টি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এই দলগুলি ব্যতিরেকে আরও রাজনৈতিক দল লক্ষ করা যায় যে, দলগুলি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধীকৃত।

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন ২০০০ সালে কোন্ দল জাতীয় দলরূপে বিবেচিত হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশ ঘোষণা করে। সেই নির্দেশে বলা হয় যে, যদি কোনো দল **(ক)** চার বা তার বেশি রাজ্যে লোকসভার নির্বাচনে মোট বৈধ ভোটের অন্তত ৬ শতাংশ লাভ করে অথবা **(খ)** যে-কোনো রাজ্যে মোট চারটি লোকসভা আসনে জয়ী হয় অথবা (গ) লোকসভার মোট আসনের কমপক্ষে ২ শতাংশ লাভ করে তখন সেই দলকে জাতীয় দল (National Party) বলে গণ্য করা যাবে।

২০০৯ সালে পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশন ভারতের সাতটি দলকে জাতীয় দলরূপে অভিহিত করেন। এই দলগুলি হল যথাক্রমে—(১) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, (২) ভারতীয় জনতা পার্টি, (৩) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, (৪) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), (৫) বহুজন সমাজ পার্টি, (৬) রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও (৭) জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় জনতা দল আর জাতীয় দল রূপে গণ্য হয় না।

অনুরূপভাবে রাজ্য দল হিসাবে কোন্ দল স্বীকৃতি পাবে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনামায় বলা হয়েছে যে, কোনো দল—

(১) যদি কোনো রাজ্যের লোকসভা অথবা বিধানসভা নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের ৬ শতাংশ ভোট অর্জন করে এবং কমপক্ষে ২টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়, অথবা, (২) রাজ্যের বিধানসভার মোট আসনের ৩ শতাংশ আসন লাভ করে, অথবা (৩) কমপক্ষে তিনটি বিধানসভার আসনে জয়ী হয় তাহলে সেই দল রাজ্য দলরূপে স্বীকৃত হবে।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত জাতীয় দল ও রাজ্য দলগুলি যখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তখন তাদের নির্বাচনী প্রতীক বণ্টন করে নির্বাচন কমিশন এবং ওই সকল প্রতীক সংরক্ষিত থাকে। জাতীয়

দল ও রাজ্য দল ছাড়া আরও বহু রাজনৈতিক দল ভারতে দেখা যায়। এই দলগুলি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধভুক্ত। বিভিন্ন রাজ্যে ছোটো ছোটো দলগুলি এই শ্রেণির আওতায় পড়ে।

(২) একদলীয় আধিপত্য ঃ ভারতের দলীয় ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, ১৯৫২ সাল থেকে ভারতে বহুদলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটিমাত্র দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত 'প্রাধান্য' বলতে এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতায় আসীন হওয়াকে বোঝায়। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল নির্বাচন সংঘটিত হয়, সেই সকল নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলের অপ্রতিহত প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কয়েকটি রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্য ধাক্কা খায় কিন্তু পরবর্তীতে কংগ্রেস তার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটে। ১৯৭৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত যে সকল নির্বাচন সংঘটিত হয় তাতে দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দল (জাতীয় ও আঞ্চলিক) কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, সাম্প্রতিককালের ভারতীয় রাজনীতিতে একদলীয় আধিপত্যের অবসান ঘটে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতে অসংখ্য রাজনৈতিক দল থাকলেও একটিমাত্র দলের আধিপত্য ছিল। ফলে ওই সময়কে বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে একদলীয় আধিপত্য বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

(৩) ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল ঃ ভারতের দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভারতে বামপন্থী দলগুলি ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলে ব্যক্তির গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। এমনকি ব্যক্তিভিত্তিক রাজনৈতিক দল অর্থাৎ, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের কথা বলা যেতে পারে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরুর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে জাতীয় কংগ্রেসে যখন ভাঙ্গান ধরে সেই সময় ইন্দিরা গান্ধির নামে দলের নামকরণ হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (আই)। কংগ্রেস (আই) দল মূলত ব্যক্তিনির্ভর। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ইন্দিরা গান্ধির আমলে ইন্দিরা গান্ধি, পরবর্তীতে রাজীব গান্ধি আর বর্তমানে সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বে মূলত দল পরিচালিত হয়। ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ওড়িশায় বর্তমানে যে জনতা দল (বিজু) দেখতে পাওয়া যায় ওড়িশার প্রবাদপ্রতিম নেতা বিজু পট্টনায়কের নামে সেই দলের উদ্ভব ঘটে। কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা দেবরাজ আরস যখন কংগ্রেস দল পরিত্যাগ করে অন্য রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন তার নাম হয় কংগ্রেস (আরস)। একইভাবে উত্তরপ্রদেশের লোকদল পরিচিত হয় চৌধুরী চরণ সিং-এর নামে। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল ব্যক্তিনির্ভর।

(৪) আঞ্চলিক দলের উদ্ভব ঃ ভারতীয় দলব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, আঞ্চলিক দলের উদ্ভব ঘটছে এবং ক্রমশ আঞ্চলিক দলের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে জাতীয় রাজনীতিতে। আঞ্চলিক দলের উত্থান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ঘটলেও ১৯৮৯ সাল থেকে ক্রমশ আঞ্চলিক দলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে আঞ্চলিক রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়, জাতীয় রাজনীতিতে তাদের প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। কোয়ালিশন বা জোট রাজনীতির যুগে জাতীয় দল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট গঠন করছে। আঞ্চলিক দল সেক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিগত দ্বিতীয় ইউপিএ. (ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স) সরকার গঠিত হয়েছে ২০০৯ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে সেই সরকারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (আই) একক বৃহত্তম দল। আঞ্চলিক দলরূপে ওই সরকারের শরিক হল তামিলনাড়ুর ডিএমকে এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস। ইউপিএ সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করেছিল উপরোক্ত আঞ্চলিক

দলগুলির ওপর। আর এই কারণে আঞ্চলিক দল জোট রাজনীতিতে দর কষাকষির সুযোগ লাভ করে ও তার প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে।

(৫) ধর্ম, জাত, ভাষাভিত্তিক দল ঃ ভারতবর্ষ বহু ধর্মের, বহু ভাষাভাষীর মানুষের দেশ। এই দেশ অসংখ্য জাতের বাসভূমি। স্বাভাবিকভাবে রাজনীতিতে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতে ধর্ম, ভাষা ও জাতকে কেন্দ্র করে অসংখ্য রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, পাঞ্জাবের অকালি দল, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উদাহরণ। তামিলনাড়ুর ডিএমকে, এডিএমকে, পশ্চিমবঙ্গের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, অন্ধ্রের তেলেগুদেশম, তেলেঙ্গানা প্রজাসমিতি, অসমের অসম গণপরিষদ প্রভৃতি ভাষাভিত্তিক দলের উদাহরণ। উত্তরপ্রদেশে কাঁসিরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহুজন সমাজ পার্টি জাতভিত্তিক রাজনৈতিক দলরূপে গণ্য হয়।

(৬) রাজনৈতিক দলত্যাগ ঃ ভারতীয় দলব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক দলত্যাগ। রাজনৈতিক দলত্যাগ ভারতীয় রাজনীতির দুষ্টক্ষত। ৫২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলত্যাগ রোধ করার চেষ্টা করা হলেও এই ক্ষতকে নিরাময় করা যায়নি। ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে রাজনৈতিক দলত্যাগ ঘটে থাকে। মূলত ক্ষমতার কারণে রাজনৈতিক দলত্যাগের প্রবণতা দেখা যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এই প্রবণতা কম দেখা যায়। অবামপন্থী দলগুলির মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

(৭) দলীয় ভাঙ্গন ঃ ভারতীয় রাজনীতিতে দলগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতিতে ভাঙ্গন লক্ষ করা যায়। এইভাবে একাধিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভেঙ্গে কংগ্রেস (সংগঠন) তৈরি হয়। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস থেকে গঠিত হয় কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসি। ১৯৯৯ সালে কংগ্রেস (আই) ভেঙ্গে তৈরি হয় এনসিপি। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হয় পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের ভাঙ্গনের মাধ্যমে। একইভাবে বলা যায় যে, সিপিআই ভেঙ্গে ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় সিপিআই (এম)। আবার চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সিপিআই (এম) ভেঙ্গে ১৯৬৭ সালে গঠিত হয় সিপিআই (এম- এল)। কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে মতাদর্শ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেস ভেঙ্গে অন্যান্য দল সৃষ্টির ক্ষেত্রে মতাদর্শের পরিবর্তে নেতৃত্বের বিরোধিতা করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

(৮) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষণীয়। ভারতে দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল যে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। যদিও রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এক নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, ভারতে প্রতিটি রাজনৈতিক দল সমাজের বিভিন্ন অংশের (যথা—শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ছাত্র, যুব, শিক্ষক, ডাক্তার, অ্যাডভোকেট) জন্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে তোলে এবং এই সকল গোষ্ঠীর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভিত্তি মজবুত করে। এই কারণে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আইএনটিইউসি-র সঙ্গে কংগ্রেস দলের যোগাযোগ, এইচএমএস-এর সঙ্গে বিজেপি-র যোগাযোগ, সিআইটিইউ-এর সঙ্গে সিপিআই (এম)-এর যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। ওই সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করে কিন্তু প্রতিটি শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

(৯) দলীয় ঐক্য, শৃংখলার অভাব ঃ ভারতে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য ও শৃংখলার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। বামপন্থী দলগুলি অবশ্য এই ব্যাধি থেকে অনেকটা মুক্ত। বামপন্থী দলগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য জাতীয় বা আঞ্চলিক দলে এই সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নির্বাচনের সময় কোনো ব্যক্তি দলীয় টিকিট না পেলে প্রকাশ্যে দলের বিরোধিতা করেন। একাজ

শৃংখলাভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। আবার অনেক সময় দলের সদস্যরা সরাসরি প্রকাশ্যে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এমনটা দেখা যায়।

(১০) জোট রাজনীতি ঃ সাম্প্রতিককালের জোট রাজনীতিকে ভারতের দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করা যায়। সাম্প্রতিককালে দলীয় ব্যবস্থায় লক্ষণীয় বিষয় হল যে, কোনো একটি দলের পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক সমমনোভাবাপন্ন দল মিলিত হয়ে সরকার গঠন করে। এই সরকারকে জোট সরকার বলা হয়। এই জোট দুভাবে সংঘটিত হয়। যথা—প্রাক্-নির্বাচনী জোট ও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে জোট। যা হোক, ভারতের রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজ্যে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন থেকে জোট রাজনীতির প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও কেন্দ্রে এর প্রভাব লক্ষ করা যায় ১৯৭৭ সাল থেকে। একথাও ঠিক যে, ১৯৭৭ সাল থেকে কেন্দ্রীয় স্তরে যে জোট সরকারগুলি তৈরি হয়েছিল সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ১৯৯৮ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় স্তরে যে জোট সরকার লক্ষ করা যায় সেগুলি পুরো মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকার ক্ষমতা দখল করে। এই জোটের বৈশিষ্ট্য হল যে, এই জোটে ২৭টি দল যুক্ত থাকলেও নির্বাচনে বিজেপি একক দল রূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।